যায়যায়দিন

তারিখ ... 6 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ কলাম ... ৩ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ

যায়যায়দি রিপোর্ট

বিএনপির চরদলীয় জোট সরকারের শাসনামলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় এ অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত ওই কমিটির সভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমস্যা চিহ্নিতকরণ

দায়ী ব্যাপক : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

ব্যাপক : অনিয়ম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অভিযোগে জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধিবহির্ভূতভাবে ট্রেজারারকে বেতন-ভাতা প্রদান, ৬০৯টি নতুন পদ সৃষ্টি, ৪৪ জন কর্মচারীকে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগ ও নিয়মিতকরণ এবং বিভিন্ন পদের স্কেল আপগ্রেড করা হয়েছে।

এছাড়া অগ্রণী ব্যাংকের ঝুলনা করপোরেট শাখার ক্লিয়ারিং বিভাগের এক কর্মচারী কর্তৃক ১ কোটি ৭৪ লাখ ৮৫ হাজার ৮৫৮ টাকা আত্মসাৎ এবং জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অস্তিত্বহীন প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণে ৬২ লাখ ৪২ হাজার ৭৬১ টাকা খেলাপি হওয়ার বিষয়েও বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে।

বৈঠক শেষে কমিটির সদস্য খান টিপু সুলতান বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই চারটি অনিয়ম তদন্তে গঠিত কমিটি সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় পর্যালোচনা করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে তা স্থায়ী কমিটিকে জানাতে বলা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও স্থায়ী কমিটিকে জানিয়েছে, চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কমিটির সভাপতি কে এইচ রশীদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই কমিটির সদস্য মোহাম্মদ হায়েদুল হক, খান টিপু সুলতান, হাফিজ আহমদ মজুমদার ও নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এবং সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।